

বিশ্ব পর্যটনের মানচিত্রে দুর্গাপূজো, বড় পরিকল্পনার ইঙ্গিত



নিজস্ব প্রতিবেদন : বিশ্বজুড়ে দুর্গাপূজোর আকর্ষণকে আরও বিস্তৃত করতে নতুন উদ্যোগের পথে রাজ্য। গ্লোবাল ট্যুরিজম ডেস্টিনেশন হিসেবে দুর্গাপূজোকে তুলে ধরার পরিকল্পনা চলছে। পর্যটকদের জন্য আসছে বিশেষ অ্যাপ, তৈরি হবে আধুনিক পর্যটন ডেটাবেস। কেন্দ্র ও আইআইটি খ

ডুগপুরের সহযোগিতায় পর্যটন ক্ষেত্রে প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি হচ্ছে।

দুর্গাপূজোকে আন্তর্জাতিক পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জানানেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। তিনি জানান, এই প্রস্তাব

নিয়োগে ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়েছে। অর্থ দপ্তর এবং রাজ্য মন্ত্রিসভার অনুমোদন মিললেই আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত ঘোষণা করা হবে।

মন্ত্রী বলেন, দুর্গাপূজোকে কেন্দ্র করে রাজ্যকে একটি গ্লোবাল ট্যুরিজম ডেস্টিনেশন হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় দার্জিলিং এবং সুন্দরবনকে ঘিরেও বিশেষ পর্যটন প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই দুই প্রকল্পে কেন্দ্রের অনুমোদন ইতিমধ্যেই মিলেছে। ভবিষ্যতে মন্দারমণিকেও একই ধরনের পরিকল্পনার আওতায় আনার বিষয়েও কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

শংকর ঘোষ আরও জানান, পর্যটন ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও তথ্যভিত্তিক করতে আইআইটি খডুগপুরের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। তাদের সহযোগিতায় একটি বিস্তৃত পর্যটন ডেটাবেস তৈরি করা হবে, যেখানে কোন অঞ্চলে কী ধরনের

পর্যটক বেশি আসছেন, কোন পর্যটনকেন্দ্রের প্রতি কী ধরনের আগ্রহ রয়েছে এবং ভবিষ্যতে কীভাবে সেই সম্ভাবনাকে আরও উন্নত করা যায়, তার বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ করা হবে।

পর্যটকদের সুবিধার জন্য একটি বিশেষ মোবাইল অ্যাপ চালুর পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। ওই অ্যাপের মাধ্যমে সরকারি অনুমোদিত হোটেল, গাড়ি ও অন্যান্য পর্যটন পরিষেবার তথ্য এবং বুকিংয়ের সুবিধা মিলবে। মন্ত্রীর কথায়, পর্যটকরা যাতে প্রতারণার শিকার না হন এবং নির্ভরযোগ্য পরিষেবা পান, সেই লক্ষ্যেই সরকারি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বুকিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে প্রযুক্তি, পরিকল্পনা এবং স্বচ্ছ পরিষেবার সমন্বয়ে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই মনে করছে পর্যটন দপ্তর।

উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে নতুন গতি, উত্তরকন্যায় বাড়ছে সরকারি পরিষেবা



নিজস্ব প্রতিবেদন : উত্তরবঙ্গের উন্নয়নকে আরও গতিশীল করতে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের ঘোষণা। শিলিগুড়িতে উড়ালপুল উদ্বোধনের পাশাপাশি উত্তরকন্যায় আরও সরকারি দপ্তরের কাজ চালুর আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবার উত্তরবঙ্গ সফরে এসে একাধিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে অংশ নেন

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দিনের শুরুতে তিনি জলপাইগুড়িতে সিকিমের নামটির এনএইচপিসি প্রকল্পে টানেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো ১১ জন শ্রমিকের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জেলাশাসকের কার্যালয়ে তাঁদের হাতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা তুলে দিয়ে ভবিষ্যতেও পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পরে শিলিগুড়িতে এসে উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি, বর্ধমান রোডের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত উড়ালপুলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তিনি। ফিতে কেটে সেতুর উদ্বোধনের পর উপস্থিত বিশিষ্টজনদের সঙ্গে সেতু পরিদর্শনও করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত-সহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিরা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিতে পরিকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সরকারি পরিষেবা সম্প্রসারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মানুষের প্রয়োজনীয় সরকারি কাজের জন্য যাতে বারবার কলকাতায় যেতে না হয়, সেই লক্ষ্যেই উত্তরকন্যায় ধাপে ধাপে আরও একাধিক সরকারি দপ্তরের পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, উত্তরবঙ্গে সড়ক, রেল ও বিমান যোগাযোগের উন্নয়ন, বাগডোগরা ও হাসিমারা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এগিয়ে চলেছে। সরকারের লক্ষ্য, উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে আরও দ্রুত, সহজ ও উন্নত সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং সামগ্রিক উন্নয়নের ধারাকে আরও শক্তিশালী করা।

‘খুঁজে পাওয়া’ কাব্যগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচনে সাহিত্য-সংস্কৃতির মিলনমেলা



হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিপ্রেমী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে ডঃ দুলাল দত্ত, কৃষ্ণেন্দু দাস, অনিল সাহা, অশোক সেন, মুনমুন সরকার, জগদীশ সরকার, গণেশ বিশ্বাস-সহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠানে বক্তারা বাংলা সাহিত্যচর্চার নানা দিক নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরেন।

লেখক ডঃ অসমঞ্জ সরকার তাঁর কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ও বিভিন্ন কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবনা শ্রোতাদের সামনে ব্যাখ্যা করেন। পাশাপাশি কবিদের কবিতা পাঠ এবং সঙ্গীত পরিবেশনা অনুষ্ঠানে এক অনন্য সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আবহ সৃষ্টি করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুনিপুণভাবে সঞ্চালনা করেন কৃষ্ণেন্দু দাস।

নিজস্ব প্রতিবেদন : কবিতার আবেগ, সাহিত্যচর্চার গভীরতা এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনার সমন্বয়ে মুখর হয়ে উঠল স্বামী স্বরূপানন্দ সভাঘর। বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যপ্রেমীদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হলো ডঃ অসমঞ্জ সরকারের স্বরচিত কাব্যগ্রন্থ ‘খুঁজে পাওয়া’।

শনিবার, ১১ জুলাই, এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বামী স্বরূপানন্দ সভাঘরে ডঃ অসমঞ্জ সরকারের স্বরচিত কাব্যগ্রন্থ ‘খুঁজে পাওয়া’-র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত

খবরের ঘন্টা

শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

KHABARER GHANTA

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী : জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট), ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয়

উন্নয়নের সেতু

শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডের নতুন ফ্লাইওভার শুধু একটি কংক্রিটের পরিকাঠামো নয়, এটি উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। দীর্ঘদিনের যানজট, সময়ের অপচয় এবং পরিবহণের সমস্যার সমাধানে এই ফ্লাইওভার সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার প্রতিফলন।

উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার হিসেবে শিলিগুড়ির গুরুত্ব প্রতিনয়িত বাড়ছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, সিকিম, ডুয়ার্স কিংবা উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম কেন্দ্র এই শহর। ফলে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা শুধু স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য নয়, পর্যটন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সামগ্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

তবে উন্নয়ন কেবল নতুন সেতু নির্মাণেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তার সঙ্গে প্রয়োজন সুপরিকল্পিত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, পথচারীদের নিরাপত্তা এবং নাগরিক সচেতনতা। প্রশাসন যেমন দায়িত্ব পালন করবে, তেমনি এই পরিকাঠামো রক্ষা করাও নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য।

উত্তরবঙ্গের উন্নয়নকে আরও গতিশীল করতে ভবিষ্যতে এমন আরও পরিকল্পিত পরিকাঠামো গড়ে উঠুক; এটাই প্রত্যাশা। কারণ উন্নয়নের প্রকৃত অর্থ তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তার সুফল সমাজের প্রতিটি মানুষের জীবনে পৌঁছে যায়।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

বাবা-মায়ের সাধনার উত্তরাধিকার, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে উজ্জ্বল শিলিগুড়ির দুই ভাইবোন



নিজস্ব প্রতিবেদন : শিলিগুড়ির এক সাধারণ পরিবার, কিন্তু অসাধারণ এক সঙ্গীতসাধনা বাবা-মায়ের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়ে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মধ্যে আজ উজ্জ্বল দুই ভাইবোন; বৈভব চক্রবর্তী ও বিশ্বদীপা চক্রবর্তী। দেশের সর্বকনিষ্ঠ ‘ডুয়েট জসরঙ্গী’ শিল্পী হিসেবে ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছেন তাঁরা।

শিলিগুড়ির সুভাষপল্লীর বাসিন্দা বিজয়া চক্রবর্তী ও বিপ্লব চক্রবর্তীর পরিবারে সঙ্গীত শুধু একটি শিল্প নয়, বরং এক সাধনা। কলেজ জীবন থেকেই ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা শুরু করেছিলেন বিজয়া চক্রবর্তী। অন্যদিকে, তাঁর স্বামী বিপ্লব চক্রবর্তীও দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। বিজয়া চক্রবর্তী বলেন, স্মৃতিভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত আমাদের দেশের অমূল্য সাংস্কৃতিক সম্পদ। এই সঙ্গীতের নিয়মিত চর্চা মানুষের মনকে শান্ত করে, জীবনকে সমৃদ্ধ করে এবং ইতিবাচক চিন্তার বিকাশ ঘটায়।

এই বিশ্বাস থেকেই তাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের সন্তানরাও ছোটবেলা থেকেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পথে এগিয়ে যাক। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে শুরু হয় নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও নিরলস সাধনা। আজ সেই প্রচেষ্টারই সার্থক ফল মিলেছে।

বর্তমানে তাঁদের পুত্র বৈভব চক্রবর্তী এবং কন্যা বিশ্বদীপা চক্রবর্তী ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জগতে এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার নাম। নিঃশব্দে, প্রচারের আলো থেকে দূরে থেকে, দেবী সরস্বতীর

আরাধনার মতোই তাঁরা সঙ্গীত সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের পরিবেশনা ইতিমধ্যেই বহু সঙ্গীতপ্রেমীর মন জয় করেছে এবং তৈরি হয়েছে অসংখ্য গুণমুগ্ধ শ্রোতা।

২০২৫ সালে বৈভব ও বিশ্বদীপা ভারতের সর্বকনিষ্ঠ ডুয়েট জসরঙ্গী শিল্পী হিসেবে বিশেষ স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। এই কৃতিত্ব শুধু তাঁদের পরিবারের নয়, গোটা শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের জন্যও গর্বের বিষয়।

এর পাশাপাশি বৈভব চক্রবর্তী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে সিনিয়র সিসিআরটি জাতীয় বৃত্তি লাভ করেছেন। এছাড়াও তিনি আকাশবাণী কলকাতার যুববাণী শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছেন, যা একজন তরুণ শিল্পীর কাছে অত্যন্ত সম্মানের।

সঙ্গীতপ্রেমীদের মতে, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং পারিবারিক মূল্যবোধের এক অনন্য দৃষ্টান্ত এই চক্রবর্তী পরিবার। তাঁদের এই সাফল্য আগামী প্রজন্মকে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি আরও বেশি আকৃষ্ট করবে বলেই আশা করা হচ্ছে।

খবরের ঘন্টার পক্ষ থেকে বৈভব চক্রবর্তী, বিশ্বদীপা চক্রবর্তী এবং তাঁদের বাবা-মা বিজয়া ও বিপ্লব চক্রবর্তীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এই আলোকবর্তিকা আগামী দিনে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠুক; এই কামনাই রইল।

ভানু জয়ন্তীতে সাহিত্য-সংস্কৃতির মিলনমেলা, প্রকাশিত হল ড. তপতী হালদারের নতুন গ্রন্থ



নিজস্ব প্রতিবেদন : শিলিগুড়িতে ভানু জয়ন্তী স্মরণ দিবস উপলক্ষে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সৃষ্টিশীলতার এক অনন্য আসরের সাক্ষী থাকল শহর। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা ড. তপতী হালদারের নতুন গ্রন্থ ‘কবিতায় পথচলা’-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ।

সাহিত্যপ্রেমীদের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে পুরো অনুষ্ঠান। শিলিগুড়ি লিটারারি সোসাইটির উদ্যোগে শনিবার বিকেল ৪টায় হিলকার্ট রোডের ব্যবসায়ী সমিতি হলে অনুষ্ঠিত হয় ‘ভানু জয়ন্তী শ্রদ্ধা স্মরণ অনুষ্ঠান’। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তি বড়াল। সঞ্চালনার দায়িত্ব

পালন করেন পার্বতী দেওয়ান ও গীতা দেওয়ান।

অনুষ্ঠানের সূচনায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে ভানুভক্তকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর গুণী মহিলাদের পরিবেশনায় রামায়ণ পাঠ, স্বাগত ভাষণ দেন ড. লতিকা যোশী। বক্তব্য রাখেন মুক্তি প্রসাদ বড়াল। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে প্রধান অতিথি ও বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা ড. তপতী হালদারের নতুন কাব্যগ্রন্থ ‘কবিতায় পথচলা’-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়। গ্রন্থটি নিয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করেন সেবন্তী ঘোষ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ড. তপতী হালদার এবং ড. তাপস কুমার চট্টোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কবিতা আবৃত্তি, মিস্টিক মুভার্স ড্যান্স অ্যাকাডেমি-র নৃত্য

পরিবেশনা, গীতা দেওয়ান-এর ভানুভক্তি ও রামায়ণের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা, ললিতা যোশী ছেত্রী, গৌরী সুব্বা, পল্লবী পাল-এর কবিতা ও আবৃত্তি, আর্না ছেত্রী-র নৃত্য, রুমা-র সঙ্গীত এবং সরস্বতী শেরপা ও দলের নাট্য পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন সংস্থার সভাপতি সুরত দত্ত।

শিলিগুড়ি লিটারারি সোসাইটির সভাপতি ও বিশিষ্ট লেখক-সাহিত্য অনুরাগী সুরত দত্ত বলেন, শিলিগুড়ি লিটারারি সোসাইটি শুধু সাহিত্যচর্চাতেই সীমাবদ্ধ নয়, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। আগামী দিনেও এই ধারাকে আরও বিস্তৃত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

লড়াই থামেনি, সৃজনও নয়; অ্যালুমিনিয়ামে ফুটে উঠল অনুপ দাসের চার ফুটের গণেশ



নিজস্ব প্রতিবেদন : চাকরি হারানোর যন্ত্রণা, কঠিন অসুস্থতা, এমনকি কিডনি বিকল; জীবনের একের পর এক ঝড় তাঁকে দমাতে পারেনি। স্ত্রী অর্ণা দাস নিজের একটি কিডনি দান করে ফিরিয়ে দিয়েছেন স্বামীর জীবন। সব প্রতিকূলতাকে জয় করে ৬১ বছর বয়সে আবারও শিল্পসৃষ্টির আলোয় ফিরেছেন শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ার শিল্পী অনুপ দাস। মাত্র ২০ দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি করেছেন চার ফুট উচ্চতার এক

অনন্য গণেশ মূর্তি। শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা, ৬১ বছর বয়সী শিল্পী অনুপ দাস সম্প্রতি অ্যালুমিনিয়াম শীট, স্পার্কল পেপার ও জড়ি ব্যবহার করে প্রায় ২ কেজি ওজনের একটি গণেশ মূর্তি নির্মাণ করেছেন। প্রায় ৪ ফুট উচ্চতা ও ২ ফুট প্রস্থের এই মূর্তিটি সম্পূর্ণ করতে তাঁর সময় লেগেছে ২০ দিন। আসন্ন শারদোৎসবে কোনো সার্বজনীন পূজো কমিটি যদি অ্যালুমিনিয়ামের দুর্গা প্রতিমা নির্মাণ করতে চায়, তবে সেই কাজের জন্যও তিনি প্রস্তুত। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন ৯৪৩৪৪২৭৭৮৫ অথবা ৯৪৭৫৩৯৩৩৮২ নম্বরে। চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে অবসর গ্রহণ করেন অনুপবাবু। কিন্তু শিল্পচর্চার শুরু তাঁর অনেক আগেই। ছোটবেলা থেকেই অঙ্কনের প্রতি ছিল গভীর আকর্ষণ। বাবা অবিনাশ চন্দ্র দাস ট্রাক তৈরি করে তার ওপর নান্দনিক শিল্পকর্ম করতেন, আর ঠাকুরদা গড়তেন পাথরের নানা মূর্তি। পরিবারের সেই শিল্পপ্রীতিই তাঁর সৃজনশীলতার ভিত গড়ে দেয়। প্রথাগতভাবে কোনো শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষা না নিলেও বিভিন্ন ছবি, অঙ্কন ও প্রদর্শনী দেখে দেখে নিজেই নিজের শিল্পসত্তাকে গড়ে তুলেছেন তিনি। সেই সাধনার ফলস্বরূপ ১৯৯১ ও ১৯৯২ সালে পরপর দু’বছর শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ার নবীন সংঘ ক্লাবে কাগজ ও থার্মোকল দিয়ে দুর্গা প্রতিমা নির্মাণ করেন। এরপর ১৯৯৩ সালে ভারতনগর অ্যাথলেটিক ক্লাবে তুষ দিয়ে দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে চাকরির ব্যস্ততা, শারীরিক অসুস্থতা এবং নানা প্রতিকূলতার কারণে শিল্পচর্চা কিছুটা থমকে যায়। জীবনের বিভিন্ন সময়ে নানা প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে গিয়ে অকারণেই চাকরি হারাতে হয়েছে তাঁকে। ফলে সংসার টিকিয়ে রাখতে কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগোতে হয়েছে। শৈশবও কেটেছে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। কিন্তু শত বাধা, অভাব আর কষ্টের মাঝেও নিজের ভেতরের শিল্পীসত্তার প্রদীপ কখনও নিভতে দেননি অনুপ দাস। জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় আসে যখন তাঁর কিডনি বিকল হয়ে যায়। সেই সংকটময় মুহূর্তে সহধর্মিণী অর্ণা দাস নিজের একটি কিডনি দান করে স্বামীকে নতুন জীবন উপহার দেন। আবৃত্তি ও সঙ্গীতশিল্পী অর্ণা দাস আজও স্বামীর প্রতিটি সৃজনশীল উদ্যোগে নিরন্তর অনুপ্রেরণা জোগান। অনুপবাবুর অসাধারণ শিল্পপ্রতিভার প্রশংসা করেছেন বহু শিল্পানুরাগী। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, পূবালী সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থার কর্ণধার ও আইনজীবী বিপ্লব সেনগুপ্তও বরাবরই তাঁর প্রতিভার প্রশংসা করে পাশে থেকেছেন। প্রতিকূলতার কাছে মাথা নত না করে শিল্পকে সঙ্গী করে এগিয়ে চলা অনুপ দাসের এই সৃষ্টিই যেন প্রমাণ করে; সংগ্রাম মানুষকে থামাতে পারে, কিন্তু সত্যিকারের সৃজনশীলতাকে কখনও হার মানাতে পারে না।

১০১ বছরেও কলম থামেনি, কবিতাতেই খুঁজে পান জীবনের আলো



হয়নি। শৈশবের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি জানান, টাঙ্গাইলে থাকাকালীন একাধিকবার বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহাকে স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। সেই স্মৃতিও আজও সমানভাবে উজ্জ্বল।

নিজস্ব প্রতিবেদন : দেশভাগের ক্ষত আজও শুকায়নি তাঁর মনে।

বার্ধক্যের যন্ত্রণা আর নির্যম রাতের সঙ্গী এখন কবিতা।

১০১ বছর বয়সেও শব্দের মধ্যেই খুঁজে পান বেঁচে থাকার শক্তি।

শিলিগুড়ির হায়দরপাড়া শরণ পল্লীর বাসিন্দা মুকুল রানি দাসের বয়স এখন ১০১ বছর। বার্ষিক্যজনিত নানা শারীরিক সমস্যা ভুগলেও তাঁর স্মৃতিতে আজও অমলিন দেশভাগের সেই বেদনাময় দিনগুলি। দীর্ঘ জীবনের অসংখ্য সুখ-দুঃখের সাক্ষী এই প্রবীণার কাছে অতীতের অনেক স্মৃতিই এখনও যেন দগদগে ক্ষতের মতো ফিরে আসে।

মুকুল রানি দাসের জন্ম বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলায়। দেশভাগের অস্থির সময়ে প্রাণ বাঁচাতে পরিবারের সঙ্গে সবকিছু ছেড়ে এপার বাংলায় চলে আসতে হয়। নতুন জীবনের শুরুটা ছিল চরম অনিশ্চয়তার। দিনের পর দিন ত্রাণ শিবিরের তাঁবুতে আশ্রয় নেওয়া, অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটানো; সবই তাঁর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। এমনকি চাকরির সুযোগ এলেও নানা প্রতিকূলতার কারণে তা গ্রহণ করা সম্ভব

বর্তমানে শারীরিক কষ্ট, নির্যম রাত এবং অতীতের স্মৃতির ভার লাঘব করতে তিনি নিয়মিত কবিতা লেখেন। তাঁর কথায়, রাতের পর রাত ঘুম আসে না। শরীরের ব্যথার সঙ্গে মনের যন্ত্রণাও বারবার ফিরে আসে। সেই সব কষ্ট ভুলে থাকার সবচেয়ে বড় আশ্রয় এখন কবিতা। কলম হাতে নিলেই যেন মন কিছুটা শান্তি খুঁজে পায়।

পরিবারের সদস্যরাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর এক পুত্র চিকিৎসক, অন্য পুত্র বিজ্ঞানী। মেয়ে এবং জামাইদের মধ্যেও রয়েছেন চিকিৎসক, শিক্ষক ও শিক্ষিকা। তাঁদের স্নেহ-ভালোবাসার মধ্যেই জীবনের শেষ অধ্যায় পার করছেন এই শতায়ু প্রবীণা।

মুকুল রানি দাস বিশ্বাস করেন, কবিতার অসাধারণ শক্তি রয়েছে মানুষের মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার। তাঁর ভাষায়, স্নানকবিতার জাদু অনেক ব্যথা দূর করতে পারে। শতবর্ষ পেরিয়েও তাই জীবনের প্রতিটি দিন তিনি শব্দের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেই এগিয়ে চলেছেন।

নোংরা ফেললেই ২৫ টাকা জরিমানা!
অভিভাবকরাই দিচ্ছেন স্কুলকে মার্কশিট;ব্যতিক্রমী
মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলে চমক



নিজস্ব প্রতিবেদন : স্কুলে কেউ যেখা-নে-সেখানে ময়লা ফেললেই ২৫ টাকা জরিমানা! শুধু তাই নয়, এবার ছাত্রছাত্রী নয়;স্কুলকে নম্বর দিচ্ছেন অভিভাবকরাই। শিলিগুড়ি মহকুমার বিধাননগরের মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলের একের পর এক অভিনব উদ্যোগ এখন শিক্ষা মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

শিলিগুড়ি মহকুমার বিধাননগরে অবস্থিত মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল আবারও দেখিয়ে দিল, একটি স্কুল শুধু পাঠ্যবইয়ের শিক্ষা নয়, জীবন গড়ার শিক্ষাও দিতে পারে। পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা ও মানসম্মত শিক্ষাকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে স্কুলে চালু হয়েছে এক অভিনব নিয়ম;কেউ যদি স্কুল চত্বরে কোথাও নোংরা ফেলে, তবে তাকে গুনতে হবে ২৫ টাকা জরিমানা।

এই নিয়ম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও রয়েছে অভিনবত্ব। কোনো ছাত্র বা ছাত্রী যদি অসাবধানতাবশত ময়লা ফেলে, অন্য পড়ুয়ারাই তাকে প্রধান শিক্ষক সামসুল আলমের কাছে নিয়ে যায়। এরপর নিয়ম মেনে ২৫ টাকার জরিমানার চালান কাটা হয়। উদ্দেশ্য একটাই;শাস্তি নয়, দায়িত্ববোধ তৈরি করা এবং পরিচ্ছন্নতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা। এমনটিতেই মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল আজ দেশের অন্যতম মডেল স্কুল হিসেবে পরিচিত। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, সুশৃঙ্খল পরিবেশ এবং নানামুখী সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের জন্য এই সরকারি স্কুলের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে বহু দূর। তবে সেখানেই থেমে থাকতে রাজি নন প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে কীভাবে স্কুলকে আরও উন্নত করা যায়, সেই চেষ্টাই করে চলেছেন তিনি। আরও একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ ইতিমধ্যেই প্রশংসা কুড়িয়েছে। সাধারণত শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা নিয়ে মার্কশিট দেন। কিন্তু এখানে এবার অভিভাবকরাই স্কুলকে মার্কশিট দিচ্ছেন। স্কুলের শিক্ষা, পরিবেশ, পরিকাঠামো, শৃঙ্খলা ও সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে অভিভাবকদের মতামত সংগ্রহ করে সেই অনুযায়ী উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ, নিজেদের কাজকে কৃতিপাথরে যাচাই করেই এগোতে চাইছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। শুধু পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডিতে নয়, ছাত্রছাত্রীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। স্কুলে নিয়মিত স্পোকেন ইংলিশ, গিটার, খেলাধুলা সঙ্গীতসহ বিভিন্ন দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ চালু হয়েছে। ফলে পড়াশোনার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব ও সৃজনশীলতাও বিকশিত হচ্ছে শিক্ষার্থীদের।

প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল আজ শিক্ষা ক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। অনেকের মতে, এমন উদ্যোগ যদি আরও বেশি স্কুল গ্রহণ করে, তবে পরিচ্ছন্নতা, দায়িত্ববোধ এবং মানসম্মত শিক্ষার নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠতে সময় লাগবে না। একটি স্কুল যখন শুধু বইয়ের পাঠ নয়, জীবনবোধের পাঠও শেখায়;তখনই জন্ম নেয় প্রকৃত ‘মডেল স্কুল’। আর সেই উজ্জ্বল উদাহরণ আজ মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল।

অনুপ্রেরনা
ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধু নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে, যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

আমাদের অঙ্গীকার

সংবাদপত্র শুধু খবর দেয় না, দিকনির্দেশও দেয়।

আমাদের অঙ্গীকার--

সত্যপ্রকাশ ,

সমাজের গঠনমূলক খবর তুলে ধরা ,

তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রানিত করা,

স্থানীয় প্রতিভাকে সামনে আনা।

আমরা বিশ্বাস করি, একটি ইতিবাচক সংবাদ অনেক সময় একটি পরিবারের মনোবল বাড়িয়ে দিতে পারে। একটি সঠিক তথ্য একজন নাগরিককে সচেতন করে তুলতে পারে।

খবরের ঘন্টা থাকবে মানুষের পাশে--সততা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে

বাপি ঘোষ

সম্পাদক , খবরের ঘন্টা

শিশুদের স্বপ্ন গড়তে নিচেবাসায় মরীচিকার
উদ্যোগ



অনুষ্ঠিত হয়।

সংস্থার কর্মকর্তারা প্রতিটি কার্যক্রমে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ জোগান। পাশাপাশি স্থানীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে ভবিষ্যতে এই উদ্যোগগুলিকে আরও বিস্তৃত ও কার্যকর করে তোলার পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদন : শুধু শিক্ষা নয়, দক্ষতা উন্নয়ন আর খেলাধুলাকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে সমাজের প্রান্তিক শিশু ও পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াচ্ছে মরীচিকা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। রবিবারের কর্মসূচিতে উৎসাহ-উদ্দীপনায় সামিল হলেন শিশু, কিশোর-কিশোরী ও মহিলারা।

রবিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন গুলমার নিচেবাসা গ্রামে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী মরীচিকা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে ভোকেশনাল ট্রেনিং, শিশুদের প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাদান এবং ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির সফলভাবে

এদিনের কর্মসূচিতে শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং মহিলাসহ মোট ৭২ জন অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং খেলাধুলার সমন্বয়ের মাধ্যমে সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যেই মরীচিকা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে।

শিশুদের সঙ্গে, শিশুদের পাশে;এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখেই সকলকে সঙ্গে নিয়ে আগামী দিনেও সমাজকল্যাণের এই পথচলা অব্যাহত রাখার বার্তা দেয় সংস্থার সদস্যরা।